যুগান্তর

তারিখ 13 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

নতুন পে-স্কেলে বেতন দাবি

প্রেস ক্লাবের সামনে মাদ্রাসা শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের ৫ হাজার ৩২৯টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সাড়ে ২৬ হাজার শিক্ষক ২৯ বছর ধরে সরকারি বেতন-ভাতা ছাড়াই ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করাচ্ছেন। এর বাইরে আরও ১ হাজার ৫১৯টি একই ধরনের মাদ্রাসার ৬ সহস্রাধিক শিক্ষক মাত্র ১ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করছেন। বিনা বেতনে চাকরি করায় দুর্মূল্যের বাজারে এই ৩২ সহস্রাধিক শিক্ষক অনেকটাই মানবেতন জীবনযাপন করছেন। এ অবস্থায় এসব শিক্ষক নতুন পে-স্কেলে বেতন দাবিতে শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাদের কর্মসূচি আজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এসব শিক্ষক সরকারিভাবে বেতন-ভাতার দাবিতে বহু আগে থেকেই আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছেন। বর্তমান দফার কর্মসূচি শুরু হয় বৃহস্পতিবার। একই দাবিতে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির ব্যানারে শিক্ষকরা ওই দিন বেলা ১১টার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিতে তার কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা করেন। শুক্রবারের অবস্থান ধর্মঘটও শুরু হয় বেলা ১১টার দিকে। এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রার সমিতির মহাসচিব সাগর আহমেদ শাহীন। অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির মহাসচিব কাজী মোখলেছুর রহমান, শিক্ষক নেতা নজরুল ইসলাম হিরন, মাওলানা শাহজাহান, নুরুজ্জামান প্রমুখ।

রাজধানীর একটি হোটেলে শুক্রবার বক্তব্য রাখছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্ট প্রতিনিধি দলের প্রধান জিন ল্যাম্বার্ট যুগান্তর

প্রয়োজন : সর্বসম্মত পদ্ধতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের গভীর উদ্বেগ রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, গত নভেম্বরে যে প্রস্তাব পাস হয়েছে, সেখানে ব্লগার হত্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। প্রত্যেক বাংলাদেশী নাগরিকের জীবন খুবই মূল্যবান। এসব মামলার পরিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

জিন ল্যাম্বার্ট বলেন, স্পন্দনশীল গণমাধ্যম হল গণতন্ত্রের অংশ। এক্ষেত্রে কয়েকজন সম্পাদকের ওপর চাপের বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ যেভাবে একতরফা কার্যক্রম করছে; সেখানে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যম তাদের শক্তি ও গতি হারালে সেটা হবে লজ্জাজনক।

তিনি বলেন, তারা পোশাক শিল্পের ইস্যুতে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করেছেন এবং সাসটেইনিবিলিটি কম্প্যাক্ট বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রানা প্লাজা ধসের পর পোশাক শিল্পে কর্মীদের নিরাপত্তা ও অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে আরও অগ্রগতির সুযোগ আছে। অবস্থার আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বাংলাদেশের শ্রম আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

পোশাক শিল্পের পণ্যের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার দায়িত্ব পালন করছে জানিয়ে প্রতিনিধি দলের প্রধান বলেন, পোশাক প্রস্তুতকারকদের তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, ইইউ ভবিষ্যতে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সব ইস্যু সম্পর্কিত থাকবে।

জিন ল্যাম্বার্ট জানান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠককালে মানবাধিকার ইস্যুতে আরও সোচ্চার ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী নেতা মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড রহিত করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইইউ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, বরং সব ধরনের মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী। শুধু বাংলাদেশে নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ যে কোনো দেশে মৃত্যুদণ্ড হলে তারও বিরোধিতা করে থাকে। ফলে এটা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ নেই।

বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদ দমনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দল স্বাগত জানায়। প্রতিনিধি দল মনে করে, ওআইসি সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

রোহিঙ্গা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ল্যাম্বার্ট বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে আলোচনা করেছি। মিয়ানমারে নতুন সরকার গঠিত হওয়ায় এই ইস্যুতে আরও খোলামেলা আলোচনা হতে পারে। রোহিঙ্গারা খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছে। এই ইস্যু নিয়েও ইউরোপীয় পার্লামেন্ট আগ্রহী।